ভোট বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই প্রচারে ঝাঁজ **ভোটযুদ্ধ** মিছিল-মিটিং-স্লোগানে চড়ছে পারদ

■ দক্ষিণ কলকাতার পণ্ডিতিয়া রোডে দেওয়াল লিখনে 'খেলা হবে'। ছবিতে ত্রিশূল হাতে গোলরক্ষকের ভূমিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —অমিত ঘোষ

ক্ষমতায় তৃণমূলই, সুনীল-কথায় অস্বস্তি

পূর্ব বর্ধমানে চাঁদা তোলায় বিক্ষোভে বিজেপি নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, বর্ধমান ও কাটোয়া : ২০২১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল।

যিনি বললেন, তিনি আপাতত গেরুয়া শিবিরে চলে যাওয়া একজন সাংসদ। জিতেছিলেন অবশ্য তৃণমূলের প্রতীকে। কিন্তু এবার তো তৃণমূল-বিজেপির টক্কর। তাই ভরা সভায় এক সাংসদের মুখে এমন মন্তব্য শোনার পর শ্রোতারা যেমন ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না, তেমনই অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব। বরং হাসির খোরাক হলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের সাংসদ সুনীল মণ্ডল। শনিবার তিনি পূর্ব বর্ধমানে মঙ্গলকোটের কৈচরে জনসভায় বলেন, "একুশে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার হবে। সেটা হলে ঘরে ঘরে উন্নয়নের বন্যা বইবে।" নিছক মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে বলেই জানাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব। কেউ কেউ রসিকতা করে বলছেন, গা থেকে তৃণমূলের গন্ধ তো এখনও তো যায়নি।

সভা শেষ হতেই দলের কর্মীদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির বর্ধমান পূর্ব সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ। সভায় সাংসদ অর্জুন সিং আসার কথায় চাঁদা তোলা হয়, মাইকে প্রচারও করা হয়। অর্জুন না আসায় কৃষ্ণ ঘোষকে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তাড়া করেন ক্ষিপ্ত কর্মীরা। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। শেষপর্যন্ত পুলিশ তাঁকে সভাস্থল ছাড়ার ব্যবস্থা করে। বিজেপির বর্ধমান পূর্ব সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি অনিল দত্ত বলেন, "অর্জুন সিংয়ের আসার কথা ছিল। কিন্তু প্রার্থী নিয়ে রাজ্য কমিটিতে জরুরি বৈঠকের কারণে আসতে পারবেন না বলে পরে জানান। তবে এই ঘটনা কাম্য নয়।"

এদিকে আদি-নব্য দ্বন্দ্বের জেরে শুক্রবার অপসারিত হয়েছিলেন বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দীকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় অভিজিৎ তা-কে। শনিবার রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দিয়ে স্মৃতিকান্ত মণ্ডল, উত্তম চক্রবর্তী ও সাগ্নিক শিকদার নামে তিন নেতাকে সাসপেন্ডের কথা জানান। স্মৃতিকান্ত আদি বিজেপি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে। জেলা অফিসে গোলমালে গুন্ডামি, হিংসাত্মক কাজ সাসপেন্ডের কারণ।

ঘাটালে গরহাজির দেব ● তীব্র আক্রমণ অভিষেকের

'দুই মেদিনীপুরে বিজেপি শূন্য'

স্টাফ রিপোর্টার, ঘাটাল: দুই মেদিনীপুরের সব আসনে জিতবে তৃণমূলই। শনিবার ঘাটালে বিশাল রোড শোর শেষে এক সভায় এমনই দাবি করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তৃণমূল যুব সভাপতি বলেন, "কেবল আট দফা নয়, দুই মেদিনীপুরে মোট ৩১টি আসনে ৩১ দফা ভোট হলেও বিজেপি ও কংগ্রেস-সিপিএম জোটের জামানত জব্দ হবে। রাজ্যে ২৫০ এর বেশি আসন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।" এদিন ঘাটালের গ্রামীণ এলাকা নিমতলা থেকে ঘাটাল শহরের বিবেকানন্দ মোড় পর্যন্ত রোড শোয়ে অংশ নেন অভিষেক। উৎসাহী জনতার ভিড় ঠেলে এই সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেই প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে যায়। জনতার ঢল দেখে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছিল এদিন। মানুষের ভিড় দেখে অভিষেক বলেন, "আজকের রোড-শোয়ে যে জনজোয়ার দেখলাম, তা আমি কখনও দেখিনি। মিছিলের মাথা কোথায় আর শেষ কোথায়, তা বোঝা যায়নি। শুধু মাথা আর মাথা।" রাস্তার দু'ধারে সমবেত জনতার উদ্দেশে তিনি বারবার প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "আপনারা কাকে চান?" সমবেত পাল্টা উত্তর ভেসে আসে, "বাংলার মেয়ে মমতাকে।" তার পর অভিষেক আওয়াজ তোলেন, "বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মেদিনীপুর থেকেই।" তৃণমূল সমর্থকদের উদ্দেশে অভিষেকের বার্তা, "আপনারা সবুজ আবির কিনে রাখুন। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।"

■ রোড-শোয়ে জনতার ভিড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার। —সুকান্ত চক্রবর্তী

এদিন রোড-শোয়ের শেষে ঘাটালের বিবেকানন্দ মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন অভিষেক। রোড-শো বা সভাতে দেখা যায়নি ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব অধিকারীকে। এদিন অভিষেক বলেন, "শুক্রবার নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার করেছে। একজনকে সুবিধা করে দিতে এই আট দফা ভোট। এটা মেদিনীপুরের মাটি। কোনও বহিরাগত বা বিশ্বাসঘাতকের মাটি নয়। এখানে মেদিনীপুরের মানুষের জয় হবে।" বিজেপির কড়া সমালোচনাও ছিল তাঁর ভাষণে। অভিষেক বলেন, "দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে বিজেপি। একজনকে পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়েছে বিজেপি। তার শিরদাঁড়া বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বিজেপি শত চেষ্টা করলেও আমার শিরদাঁড়া কিনতে পারবে না।" রোড-শোয়ে ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি, ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোনার তিন বিধায়ক শঙ্কর দোলই, মমতা ভুঁইয়া, ছায়া দোলই।

মামলা থাকলেও প্রার্থী কেন, দলে জানবে কমিশন

নন্দন দত্ত ● সিউড়ি

প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ বা মামলা থাকলেও তাঁকে কেন মনোনয়ন দেওয়া হল, তা নির্দিষ্ট ফর্মপূরণ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে জানাতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে। যদি কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনি অপরাধের অভিযোগ থাকে সেক্ষেত্রে প্রার্থী ও দলকে পৃথকভাবে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। বীরভূমের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ করণম বলেন, "ন'ধরনের ফর্মে কমিশনকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রার্থীর সম্বন্ধে জানাতে হবে।" নির্বাচনী দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এবারে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় ২৬ নম্বর ফর্মটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রার্থীর যাবতীয় তথ্য সেখানে দিতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কী অ্যাকাউন্ট আছে তারও উল্লেখ করতে হবে। ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে জানাতে হবে কোন মামলা বকেয়া পড়ে রয়েছে।

■ ব্রিগেডের সভার আগের দিন প্রস্তুতি পরিদর্শনে বিমান বসু ও সুজন চক্রবর্তী।

ধাপে ধাপে প্রার্থীর নাম

তালিকায় ক'জন সেলিব্রিটি, জল্পনা বিজেপিতে

রূপায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিধানসভা ভোটের জন্য বিজেপির প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতে চলেছে আগামী মঙ্গল কিংবা বুধবার। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, ভাবনাচিন্তা চলছে, আগামী ৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড সমাবেশের আগেই অন্তত ১০০টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার। প্রত্যাশা মতোই ধাপে ধাপে ২৯৪ আসনের প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হবে। প্রথম দফায় রাজ্য নেতৃত্বের তরফে চূড়ান্ত সিলমোহরের জন্য প্রায় ১৫০টি আসনে প্রার্থীদের নামের তালিকা ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। বাকি আসনগুলির জন্য তালিকাও দু'-একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি আসনের জন্য কমপক্ষে তিনজন ও সর্বাধিক ছয়জনের নাম রাখা হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, রাজ্যে দলীয় শীর্ষ পদাধিকারীদের মধ্যে অন্তত ১৫ জনকে প্রার্থী করা হচ্ছে বিধানসভা ভোটে।

ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই কারা প্রার্থী হতে চলেছেন, তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপিতে। বিজেপির অন্দরের খবর, ভোটের দফার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই তালিকা প্রকাশ করবে দিল্লি। দলের বঙ্গ শাখার তরফ থেকে পাঠানো নাম নিয়ে সেখানে আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী দু-তিনদিনের মধ্যেই দলের সংসদীয় নির্বাচনী কমিটি বৈঠক করে তালিকা ঘোষণা করবে। সূত্রের খবর, এবার বিজেপির প্রার্থী তালিকায় এক ডজনেরও বেশি সেলিব্রিটি স্থান পেতে চলেছে। গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে অঞ্জনা বসু, পার্নো মিত্র, রূপাঞ্জনা মিত্র, কাঞ্চনা মৈত্র, ঋষি কৌশিক, সৌরভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রিমঝিম মিত্র-সহ টলিউডের একটা বড় অংশ বিজেপিতে যোগদান করেছে। সম্প্রতি গেরুয়া শিবিরে যোগদান করেছেন যশ দাশগুপ্ত, হিরন চট্টোপাধ্যায়, পায়েল সরকার, রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারীরা। এই সেলিব্রিটিদের অনেককেই বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হচ্ছে বলে বিজেপির অন্দরের খবর। তালিকায় নাম রয়েছে প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা-সহ ক্রীড়াজগতের বেশ কিছু চেনা মুখেরও।

জানা যাচ্ছে, নতুন-পুরনোদের মধ্যে সমন্বয় রেখেই তৈরি করা হচ্ছে প্রার্থী তালিকা। তৃণমূল থেকে আসা প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতাদের পাশাপাশি দলের পুরনো মুখ ও রাজ্যস্তরের পদাধিকারীদের অন্তত ১৫ জনকে প্রার্থী করা হতে পারে। অন্য দল থেকে আসা এক বর্তমান সাংসদ ও এক প্রাক্তন সাংসদ প্রার্থী তালিকায় স্থান পেতে চলেছেন বলে খবর। এছাড়া, গত লোকসভায় প্রার্থী হয়েছিলেন, এরকম দু'একজন তালিকায় স্থান পেতে পারেন। রাজ্য বিজেপির যুব ও মহিলা নেত্রীদের মধ্যে অনেককেই প্রার্থী করা হচ্ছে বলে খবর।

ফোনে আড়ি পাতা নিয়ে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি : ভোট ঘোষণার পর প্রথমদিনের সভাতেই রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলকে 'করোনার থেকেও মারাত্মক ভাইরাস' বলে আক্রমণ করে বিজেপি কর্মীদের কাছে আবেদন, বুথগুলিকে দুর্গের মতো আগলে রাখতে হবে। এটা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের 'ডু অর ডাই'-এর মতো পরিস্থিতি।

শনিবার বিকেলে ডানকুনির সভায় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, তৃণমূল তিন অঙ্ক পার করতে পারবে না। আক্রমণ ছিল শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। শুভেন্দু-রাজীব ছাড়াও ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্য। এই সভাতেই ডানকুনির ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণেন্দু মিত্র ৫০০ অনুগামী নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করে জোরের সঙ্গে দাবি করেন চণ্ডীতলায় বিজেপি জিতবে। নির্বাচন কমিশনের কাছে শুভেন্দুর দাবি, "মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে নবান্নে যে নির্বাচনী সেল খোলা হয়েছে তা রাখা যাবে না। কারণ এই নবান্ন থেকেই গোটা ব্যবস্থাকে দলীয়করণ করা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় নিয়ে যাওয়া হবে। তাই প্রশাসকদের সরাতে হবে। পার্টির নেতাদের নিয়ে নির্বাচন করানো যাবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কথায় রাজ্য স্তরের সিআইডি, আইবি- এঁরা প্রত্যেকটা বিরোধী দলের নেতাদের ফোনে আড়ি পাতেন।" তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনকে গোটা প্রশাসনের খোলনলচে বদলে দিতে হবে। এদিন বালিখাদান ও কয়লা পাচার নিয়েও তোপ দাগেন তৃণমূলকে। রাজীব বলেন, "আগামী নির্বাচনে এমন খেলা খেলব যে খেলার মধ্য দিয়ে ২০২১-এ ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবর্তন নিয়ে আসবে।" শ্রীরামপুরের সাংসদের বিরুদ্ধে তাঁর তোপ, "আমি না থাকলে ২০১৯-এ টিকিট পেতেন না। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম চার নম্বরে ছিল। আমাকে জেতানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ৫৫ হাজার ভোটে দুই বিধানসভা থেকে না জেতালে কল্যাণের সব কথা বন্ধ হয়ে যেত।" চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, জোমজুড়েতেই তোমার সঙ্গে খেলব। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীর ঘোষাল, কাঞ্চনা মৈত্র।

■ ডানকুনিতে শুভেন্দু অধিকারী ও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে কর্মীদের উৎসাহ।

কৌতূহল তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায়, টুইট পিকের

গণতন্ত্রের বড় লড়াই, জিতবেন ঘরের মেয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : শুক্রবার ভোট ঘোষণার পরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক অনেকটা চমকে দিয়েছিল। এই বুঝি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিলেন। রাজ্যজুড়ে একেবারে হইহই। কিন্তু না, সীমিত রাখলেন শুধু ভোটের দফা নিয়ে প্রশ্ন তুলে। কিন্তু কবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন মমতা? ঘোষণার আগেই বঙ্গ রাজনীতি তোলপাড়!

এলাকায় স্বচ্ছ বলে পরিচিতি আছে, কর্মঠ, জনপ্রিয় এমন নামের সুপারিশ জমা পড়েছে। দলও নানাভাবে সার্ভে করে সেসব নাম যাচাই করে নিয়েছে। প্রার্থীতালিকার সবটাই প্রায় চূড়ান্ত ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আরও একবার পর্যালোচনা করে নিতে চাইছে দল। সঙ্গে উত্তেজনার পারদও চড়ছে। কখনও সখনও কালীঘাটে নেত্রীর দলীয় কার্যালয়ে ডাক পড়ছে শীর্ষনেতাদের। ছোটখাটো এদিক-ওদিক। অন্তত শুক্রবারের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক থেকে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। অপেক্ষা শুধু যে কোনও মুহূর্তে বড় কোনও ঘোষণার।

সেই অবসরেই আরও একবার বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে টুইট করলেন প্রশান্ত কিশোর। তৃণমূলের ভোট পরামর্শদাতা। টুইটে মমতাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেছেন, তাঁকেই রাজ্যের মানুষ ফের মসনদে দেখতে চায়। সঠিক সময়েই বাংলার মানুষ জবাব দিয়ে দেবে। এর পাশাপাশি 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' লেখা একটি কার্ডও শেয়ার করেছেন তিনি। এ রাজ্যের ভোটকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভোট আখ্যা দিয়ে তাঁর বক্তব্য, "গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় লড়াই হতে চলেছে বাংলায়। সেই লড়াইয়ে শামিল হওয়ার জন্য প্রস্তুত রাজ্যের মানুষ। ঠিক সময়েই তাঁরা বার্তা দিয়ে দেবেন।"

শেষে নিজের গতবছরের টুইটটির কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন পিকে। গত বছরের শেষ দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বঙ্গ সফরে এসে রাজ্যে ২০০ আসন পাওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। তার পরপরই পিকে পাল্টা দাবি করে লিখেছিলেন, বিজেপি বঙ্গে দু'অঙ্কের আসনও পেরতে পারবে না। আর যদি তার চেয়ে ভাল ফল হয়, তাহলে তিনি টুইটার ছেড়ে দেবেন। এমনকী, তাঁর এই টুইট পরবর্তী সময়ে মেলানোর জন্য যেন রেখে দেওয়া হয়, তাও উল্লেখ করেন পিকে। এদিনের টুইটেও তার উল্লেখ করে প্রশান্ত কিশোর লেখেন, '২ মে আমার আগের টুইটটি-র কথা মনে রাখবেন।' পরিস্থিতি যাই হোক, চমক যে তালিকায় থাকবেই তাও বলছে কয়েকটি মহল। কেউ বলছেন তরুণ মুখের কথা, কারও মুখে আসন বদলে দেওয়ার সম্ভাবনার কথা। তবে শুধু প্রার্থীতালিকাই নয়, নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের বিষয়ও রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ইস্তাহারে সরকারি প্রকল্পে সাফল্যের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রসঙ্গও থাকতে পারে। বিজেপি বাংলা দখল করতে চাইছে। পাল্টা তৃণমূলনেত্রীর বক্তব্য, বাংলাই বাংলা শাসন করবে। এর মধ্যে আজ বাম-কংগ্রেসের ব্রিগেড। সঙ্গে রয়েছে আব্বাস সিদ্দিকির দলও। কিন্তু সেসব ছাপিয়ে কৌতূহল এখন তৃণমূলের প্রার্থীতালিকার দিকে।

রাজ্যের মানুষ চাইছে পরিবর্তন : মাণ্ডব্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: সাতসকালে চায়ের আড্ডায় আত্মনির্ভর ভারত গড়া নিয়ে আলোচনা। বহু মানুষের উপস্থিতিতে শনিবার দলের কর্মীদের ভোটের বিষয়েও উদ্দীপ্ত করে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য বললেন, রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছে। শনিবার হলদিয়া টাউনশিপে হলদি নদীর পাড়ে কুয়াশা ঢাকা পরিবেশে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়। বিধায়ক তথা বিজেপি নেত্রী তাপসী মণ্ডল, সংগঠনের জেলা নেতা নবারুণ নায়করা ছিলেন। ৪৫ মিনিটের আড্ডায় বার বার রাজ্যে পালাবদলের কথা উঠে এসেছে। আর সেক্ষেত্রে গান্ধীজির স্বদেশি ভাবনা, নয়া ভারত গড়ার উদ্যোগ, স্বচ্ছ অভিযান, স্বাস্থ্যবিধি থেকে বিধানসভা নির্বাচনের কথা উঠে এসেছে। জাহাজ মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য বলেন, "স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের ভাবনায় গান্ধীজি চরকায় সুতো কাটা, দেশে তৈরি পোশাক ব্যবহার করার পথ দেখিয়েছেন। এভাবেই আত্মনির্ভর ভারত গড়ার প্রশ্নে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। নাগরিক সুবিধা দিতে চান মোদিজি।"

■ শনিবার হলদিয়ায় চা-চক্রের আসরে মনসুখ মাণ্ডব্য। —রঞ্জন মাইতি

এদিন জাহাজ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের শাসনকালে ১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ, চার কোটি অসহায় পরিবারে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে পরিবার পিছু পাঁচ লাখ টাকা খরচে সরকারি চিকিৎসা পাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।" বিস্কুট, সিঙাড়া সহযোগে চায়ে চুমুক, তার সঙ্গে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখর হয় সাতসকালে আড্ডার পরিবেশ। পরে বন্দরকর্তাদের সঙ্গে হলদিয়া বন্দর ঘুরে দেখেন জাহাজ মন্ত্রী। দীর্ঘ লকডাউন পর্বে কার্গো হ্যান্ডলিং বিষয়ে খোঁজখবর নেন। হলদিয়া বন্দরে কার্গো ওঠা-নামা অনেকাংশে বেড়েছে। সন্তোষপ্রকাশ করেন। বন্দর আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন বন্দরের পদস্থ কর্তাদের। হলদিয়ার কর্মসূচি সেরে মন্ত্রী রওনা দেন নন্দীগ্রামের উদ্দেশে।

32 Years of Education Excellence
IEM-UEM GROUP
New Town, Kolkata | Sikar Road, Jaipur
Salt Lake, Kolkata
Approved by AICTE & recognized by UGC
Apply now at
www.uem.edu.in
FREE ONLINE
ADMISSION TEST
IEMJEE 2021
Admission cum Scholarship Exam for the University of Engineering & Management (UEM) and Scholarship Exam for IEM.
National Ranking
Global Recognition
One of the Best Placement Achievements of the country
• Foreign Internship • Direct Foreign Placements
• Corporate Internship • Highest number of Startups
2020 Passout Batch
2373 Total Job offers | 160+ Companies | Rs. 72 Lakhs Highest Package per annum
More than 4000+ Foreign Certifications
Study Abroad Programme in
'ASHRAM', GN-34/2, Salt Lake Electronics Complex, Sector - V, Kolkata - 700091
Admission Helpline: 80107 00500

নগদ অর্থের বিনিময়ে
পুরাতন সোনা ও রূপা কেনা হয়।
আদ্যামা গোল্ড জুয়েলারী
গড়িয়াহাট :98303 30106
কালীঘাট :98303 30138
ভবানীপুর :98303 30195
হাতিবাগান :98303 30119
বেহালা :98303 30181
পার্কষ্ট্রীট :98303 30146
বাগুইআটি :98303 30118
বউবাজার :98303 30249
বারুইপুর :98303 30288

TECHNO INDIA GROUP SALT LAKE
TECHNO INDIA UNIVERSITY WEST BENGAL
EM 4, Sector - V, Salt Lake, Kolkata 700091
35 years+ in Academia
SPOT ADMISSION COUNSELLING 2020
for GNM & B.Sc Nursing
APPROVED BY WBNC INC
ADMISSION HELPLINE : 9836544412 / 13 / 14 / 16 / 17
PHYSICAL & ONLINE ADMISSION COUNSELLING : 28TH FEB, 2021 (SUNDAY) | 11:00AM - 7:00 PM
NB : Keep your academic credential ready to send on our registered whatsapp No: 8335061495, 8335061497, 8335061499, 9830353804, 9836544403, 8335061254. For physical visit you need to carry your credentials with you. If selected you need to pay RS 45,000 for seat booking through CQ/ NEFT/Online payment link (for Debit/Credit Card). For online counselling please install whatsapp / Webex / Google meet / Skype into your phone / laptop.
Venues : (1) Kolkata : (A) Techno India Dama, LB 10, EM Bypass, Chingrihata, Near Leather Technology Campus (B) Techno India Group, EM 4, Sec-V, Salt Lake, 2nd Floor (2) Medinipur : Keps Hotel and Resorts, Kishor Nagar, Contai. (3) Patna Office : Verma Centre (2nd Floor), Boring Road, Patna. Ph: 7319871090/91 (4) Ranchi City Office : ARJAN PLACE (1st Floor) 5, Main Road, Near Bigbazaar, Ranchi. Ph: 7360083495 / 96 (5) Guwahati : 8335061497 (6) Maghalaya : 9836544418. (7) Darjeeling : 8335061499. (8) Sikkim. Manipur, Mizoram, Assam : 9836544419
Apply online @ www.technoindiagroup.com | www.technoindiauniversity.ac.in
10% MQ Seats as per Govt. Norms

অবহিত হোন! আমাদের মূল্যবান রেলওয়ে গ্রাহকগণ!!
যাত্রীসাধারণকে আরও উন্নত পরিষেবা প্রদানে ভারতীয় রেল শুরু করেছে রেলমদদ্ ইন্টিগ্রেটেড হেল্পলাইন নম্বর
১৩৯
RailMadad রেল মদদ
নিম্নলিখিত বিষয়ে নানাবিধ অভিযোগ দায়ের করতে এবং প্রতিকারের জন্য ডায়াল করুন ইন্টিগ্রেটেড হেল্পলাইন নং
১৩৯
সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে
চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে
কোচ পরিষ্কার
সতর্কতা এবং দুর্নীতিবিরোধী বিষয়
ক্যাটেরিং বিষয়ক অভিযোগ
পিএনআর স্থিতি এবং ট্রেন চলাচল স্থিতি ইত্যাদি
দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য
ট্রেন যাত্রাকালীন কোনও অভিযোগ
অন্যান্য অভিযোগ
পূর্বের সমস্ত হেল্পলাইন নম্বর একীকৃত করে নতুন হেল্পলাইন নম্বর
১৩৯
লগ অন করুন: www.railmadad.indianrailways.gov.in
গুগল প্লে স্টোর থেকে পাওয়া যাবে : RailMadad App
পূর্ব রেলওয়ে
জাতির সেবায়
Follow us on : @easternrailwayheadquarter @EasternRailway www.er.indianrailways.gov.in